সংবাদ

তারিখ 12 APR 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও

দিনাজপুরে আট মাস বেতন বঞ্চিত ১৪ শিক্ষক-কর্মচারী

জেলা বার্তা পরিবেশক, দিনাজপুর

দিনাজপুরের খানসামা সোনালী ব্যাংক কর্তৃপক্ষ হাইকোর্টের আদেশ তোয়াক্কা করছে না বলে অভিযোগ উঠেছে।

জানা গেছে, উপজেলার চকসাকোয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ তহিদুল ইসলাম ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির স্বাক্ষর জাল করে গোপনে এফডিআর-এর টাকা আত্মসাৎ এবং অভিভাবক সদস্যদের স্বাক্ষর জাল করে দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডে কাগজপত্র দাখিল করে কমিটি ভাঙ্গার পায়তারা করে। এ ঘটনা জানাজানি হলে বিদ্যালয় কমিটি ওই প্রধান শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করে। পরে বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক মোঃ মনিরুজ্জামান সরকারকে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব দেয়া হয়। দায়িত্ব পালনকালে তিনি শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন ভাতার সিট খানসামা সোনালী ব্যাংকে প্রদান করেন। কিন্তু সোনালী ব্যাংক কর্তৃকপক্ষ ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন ভাতা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। এতে দীর্ঘ আট মাস শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন ভাতা বন্ধ থাকায়, শিক্ষকরা বেতন ভাতার জন্য হাইকোর্টে রিট আবেদন করেন। যার নম্বর-৩০২৯/১৬। এর প্রেক্ষিতে গত ২০ মার্চ হাইকোর্ট শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন ভাতা প্রদানে খানসামা সোনালী ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেয়। পরে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক পুনরায় বিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন ভাতার কাগজপত্র ও হাইকোর্টের আদেশপত্রসহ খানসামা সোনালী ব্যাংকে জমা দেন। কিন্তু ব্যাংক কর্তৃপক্ষ হাইকোর্টের আদেশকে তোয়াক্কা না করে এসব কাগজপত্র ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষককে ফেরত দেন এবং শিক্ষক-কমর্চারীদের বেতন ভাতা বন্ধ রাখেন। এদিকে দীর্ঘদিন বেতন ভাতা বন্ধ থাকায় বিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারীগণ মানবেতন জীবন যাপন করছেন।

শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন ভাতার বিষয়ে বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মোঃ আব্দুর রাজ্জাকের সাথে কথা হলে তিনি বলেন, শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন ভাতা প্রদানে হাইকোর্ট আদেশ দিয়েছেন, কিন্তু খানসামা সোনালী ব্যাংক বিষয়টিতে কোন গুরুত্ব দিচ্ছে না।

এ ব্যাপারে খানসামা সোনালী ব্যাংকের ম্যানেজার প্রবীর চন্দ্র দাসের সাথে কথা হলে তিনি বলেন, [illegible] হাইকোর্ট-এর আদেশে ১৭ তারিখে জবাব এবং রিট পিটিশনকারী ৩ জন কে বেতন প্রদান করতে বলা হয়েছে।